ভোরের কাগজ

তারিখ 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

সমস্যায় জর্জরিত পটুয়াখালী সরকারি কলেজ

ক্লাস চলে জরাজীর্ণ ভবনে শিক্ষকের ৩০টি পদ শূন্য

কামল বরণ দাস, পটুয়াখালী থেকে : পটুয়াখালী সরকারি কলেজের ক্লাস চলেছে জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনে। এ ভবন ধসে যেকোনো মুহূর্তে প্রাণহানি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া কলেজে শিক্ষকের ৮০টি পদের মধ্যে ৩০টি পদই দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এসব নানা সমস্যার কারণে কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গেছে, ১৯৫৭ সালে স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের সহায়তায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের ১ মে এটিকে জাতীয়করণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এ কলেজ জেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে। বর্তমানে এখানে ১৫টি বিষয়ে অনার্স এবং ১৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। দেশের ৩০টি 'এ' গ্রেড কলেজের অন্যতম হচ্ছে এ কলেজটি। 'এনাম কমিশনের' সুপারিশ অনুযায়ী এ কলেজে ১৯২টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টির কথা থাকলেও পদ সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র ৮০টি। অন্যদিকে এই ৮০ পদের ৩০টিতে শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন ধরে। ৬টি বিভাগে মাত্র ২ জন করে শিক্ষক কাজ চালাচ্ছেন। কোনো কোনো বিভাগে প্রদর্শন শিক্ষকও নেই। এছাড়া গ্রন্থাগারিকের পদও শূন্য রয়েছে।

কলেজের পুরোনো ৪টি ভবনের মধ্যে প্রশাসনিক ছাড়া অপর ৩টি ভবন প্রায় এক দশক আগে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় চরম ঝুঁকি নিয়েই ওইসব ভবনে কর্তৃপক্ষ শ্রেণী কার্যক্রম চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। বাণিজ্য ভবন নির্মাণ কাজ কয়েক বছর ধরে শম্বুক গতিতে চলায় বাণিজ্য অনুষদের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের কার্যক্রমও চলছে ঐ পরিত্যক্ত ভবনে।

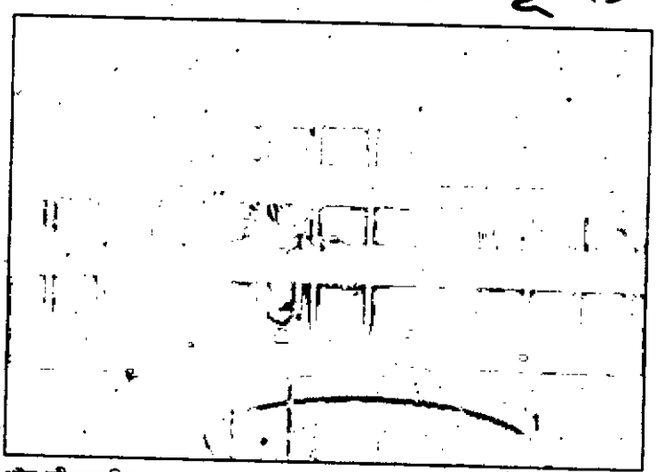

পটুয়াখালী সরকারি কলেজ —ভোরের কাগজ

অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের কোনো বাসভবন না থাকায় আবাসন সমস্যার কারণে দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা শিক্ষকরা এখানে এসে থাকতে চান না। ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি ছাত্রাবাস বহু আগেই বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কলেজের ছাত্রীনিবাসে ৮৪ জনের আবাসন ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে প্রায় ২০০ ছাত্রী থাকছে। চারদিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় কলেজ চত্বরে অবাধে গবাদিপশু চরে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে রাতে সেখানে রখাটেদের আখড়াও বসে।

এ অবস্থায় শিক্ষক সংকটসহ নানা সমস্যায় শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় প্রফেসর নুরুল হক এ প্রতিনিধিকে জানান, কলেজের এ সকল সমস্যার সার্বিক চিত্র তুলে ধরে বারবার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হলেও তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না।